১০/০২/২০১২

‘যে জন বঙ্গেতে জন্মি ’

বাংলাদেশের রক্তাক্ত সংগ্রামী মুক্তিযুদ্ধে আমাদের আলো**কবর্তিতা** মুক্তিযোদ্ধাদের এবং ১৫ কোটি বাঙ্গালীর গত ৪০ বছরের আরাধ্য উপাসনা - ৭১ এর ঘাতক দালালদের বিচার। সময় এবং সামগ্রিক অসহিষ্ণু রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট কাটিয়ে ধীরে ধীরে বীর বাঙ্গালী আবার একত্রিত হয়েছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবীতে। সবচেয়ে আশার কথা হচ্ছে, তরুণ প্রজন্মের **পরিস্কার ম্যান্ডেটে** গত নির্বাচন এবং স্বাধীনতাপন্থীদের দ্বায়িত্বগ্রহণ। ঐক্যবদ্ধ জাতি এবং বিশ্ব-বিবেকের এবারের সুনিশ্চিত রায় - ৭১ এর সমস্ত অপরাধের সুষ্ঠ বিচার, এখনই।

আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে বাংলাদেশের এই ট্রাইবুনাল এমনকি আপিলের সুযোগও দিচ্ছে। কিছুদিন আগে কম্বোডিয়ার মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ বিচারের দাবীতে গঠিত ট্রাইবুনাল খেমারুজ যুদ্ধাপরাধীদের এমনকি আপিলের সুযোগও দেয়নি। নিশ্চিত করে বলা যায় এই দিক থেকে বাংলাদেশে গঠিত ট্রাইবুনাল অনেক বেশি লিবারেল ও বাদি-বিবাদী উভয়ের প্রতি নিরপেক্ষ।

৪০ বছর পর এই বিচার আমাদের পরীক্ষা করবে আমাদের জাতীয়তাবোধ এবং আইনের শাসনের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাবোধকে। স্বাধীন দেশের তরুণ প্রজন্ম হিসেবে এ আমাদের নতুন একটি মুক্তিযুদ্ধ, ক্রমশঃ পরিণত জাতিতে এগিয়ে যাবার সংগ্রাম। বিশ্ববাসীর সামনে আত্ম-মর্যাদাশীল জাতি হিসেবে নিজেদের প্রমাণের সুবর্ণ সুযোগ। কি মানবিক, কি ধর্মীয়, কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক – যে কোনো বিচারেই রাজাকার গোলাম আজম, নিজামী, আব্দুল কাদের মোল্লা, সাকা চৌধুরী, সাঈদী, হাবিবুর রহমান, ব্যা. আব্দুর রাজ্জাক, মুজাহিদ এর মতো নৃশংস হত্যা-লুণ্ঠন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগকারী ও অপরাধ সংঘটনে পাকিস্তানী হানাদারদের সহযোগীদের বিচারের কাঠগোড়ায় নেওয়া এবং বিচার করা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আমাদের রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় ও সামাজিক দায়। এটা ছাড়া ভবিষ্যতে সত্যিকার মানুষ হিসেবে নিজেদের দাবী করাটা লজ্জাজনক প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়।

শুধু মাত্র এই বিচারের হাত থেকে নিজেদের রক্ষার জন্যই জামায়াত ইসলামীর শীর্ষ নেতারা রাজনীতি করে এবং এই বিচারকে বিলম্বিত করার উদ্দেশ্যেই তারা বাংলাদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত করার ধৃষ্ঠতা দেখিয়েছে। প্রমাণ ২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত অরাজকতায় পরিপূর্ণ বাংলাদেশ। ইদানিং সিডনিতে এদের কিছু সহযোগীদের কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তাদের উদ্দেশ্যে বাঙ্গালীর পরিস্কার বক্তব্য, দেয়ালের লিখন পড়ুন, বাঙ্গালীর জাতীয়তা বোধের শক্তির সামনে আপনাদের পরাজয় সময়ের ব্যাপার মাত্র।

- নোমান শামীম, ***সাধারন সম্পাদক***, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ অস্ট্রেলিয়া